দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 AUG 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

5

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২০ জন ছাত্রের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার ও উপাচার্যের অপসারণ দাবী

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর জোট সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অপসারণ এবং ২০ জন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ ও ১০ জন ছাত্রের প্রমোশন বাতিলের আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে।

গত শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব দাবী জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের পক্ষে মীর্জা ওয়ালিদ হোসেন।

বক্তব্যে অভিযোগ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধর্মের নামে দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে মুছে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা হয় সেখানে কোন অনুষ্ঠানে হাততালি দেয়া বা স্বাগতম শুভেচ্ছা বলা নিষেধ করে তার পরিবর্তে যথাক্রমে 'মারহাবা' এবং 'আহলান সাহলান' বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিধর্মী কর্তৃক রচিত বলে সেখানে জাতীয় সঙ্গীতসহ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে দেয়া হয় না।

আরো অভিযোগ করা হয় যে, ছাত্ররা সেখানে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করলে কর্তৃপক্ষ উদ্যোক্তাদেরকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন এবং তারই জের হিসেবে প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষাকে উপলক্ষ করে অকৃতকার্য হবার দোহাই দিয়ে ২০ জন ছাত্রকে বহিষ্কার এবং ১০ জনের প্রমোশন বাতিল করা হয়েছে। অকৃতকার্য হবার কারণটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করে ছাত্ররা অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আবার পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

বহিষ্কার ও প্রমোশন বাতিল আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে ধর্মঘটসহ বিভিন্নভাবে আন্দোলন করার কারণে কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের ও পুলিশী তৎপরতার মাধ্যমে ছাত্রদের হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করা হয়। ছাত্ররা আরো অভিযোগ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হলেও কিছু শিক্ষক প্রকাশ্যে ইসলামী ছাত্র শিবির ও জনৈক মন্ত্রী সমর্থিত ইসলামী ছাত্র পরিষদের সাথে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ইংরাজী ভাষায় ছাত্রদের একটি আচরণবিধি প্রকাশ করে, তার মাধ্যমে ছাত্রদের কথা বলার অধিকার নষ্ট করতে চাচ্ছেন বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

ছাত্ররা জানান, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২রা সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ছাত্র গণ-সমাবেশ আহবান করা হয়েছে। ২২টি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত থাকবেন।